স্বয়ং সিদ্ধা

ভাদু সঙ্গিত

এই যে দেখুন স্বয়ং সিদ্ধার গান
ভিতরে আছে অনেক তান
রসে ভরা বইখানি
কিনে ফেলুন এক্ষুনি।

প্রণেতা — শ্রীবিভূতিভুষণ মণ্ডল
সাং+পোঃ — আন্দারথোল

মূল্য—২০ পয়সা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভাদু সঙ্গীত

কি সুন্দরঃ—কি সুন্দর বারে কি মজা—

কিচিমিচি—কিচিমিচি চন্দন ও মুনিয়া. কাকাতুয়া ও টিয়া।

নাচ নাচি—লাফালাফি ডাকাডাকি—দাপা দাপি

দিন রাত ধরে—হিঃ হিঃ কেন এত কিচি কিচি

কিচি মিচি—কিচি মিচি মিছি মিছি কিচি মিচি

কানে লেগে গেছে তালা ঝালা পালা যা-যা-যা পালা

খাঁচাটার ছিটকিনী খুলে দিয়ে দিকিনি

ভারি মজা থাকা রিনি আর তোয়া ঘিজি ঘিজি

কিচি-মিচি-কিচি-মিচি মিছি-মিছি মিছি মিছি

আর কেন ছটপট ময়ূর লটপট

বেরো-বেরো—চল-চল রোদ্দুরে ঝলমল

হাত তালি দিয়ে বল খুব জোর বেঁচে গেছি।

কিচি মিচি—কিচি মিচি কি সুন্দর। কি সুন্দর।

বারে কি মজা।

বি—শ্ব বিধাতারে

ভু—লে যেন থেক না মন অন্তরে

তি নি সর্ব্ব ঘটে পটে গো আছে সকল সংসারে

ভু—বন মোহন কালা চাঁদে ডাকনা বারে বারে

য—মন ভয় থাকেনা তার গো ডাক তারে প্রাণ ভরে

ন—রোত্তম সে মাধব, পালন করে সবারে

ম—নোহর রূপটী তাহার গো গোপিকার মন হরে

ন—দের নিমাই হয়ে আবার ডোরহি কৌপিন পরে

ড—র ভয় থাকে না তার গো ডাকে যদি অন্তরে

ল—ক্ষ রেখে যুগল পদে ডাকমন বারে বারে

(২)

ও সই মৌচাকেতে
কত মধু আছে নারি বুঝিতে
যত পান করনা কেন লো পারবিনা শেষ করিতে
হাত দিলে ভাই হুল ফুটাবে ওই মাছি গুলাতে
প্রেমিক সুজন যে কোন জনলো আসে যদি হাত দিতে
অনায়া সে পারে সে জন চাকের মধু খাইতে
বদ রসিক হয় সে যদি লো পারবেনা কাছ ঘেঁসিতে

(৩)

ভাদু তোর বিয়েতে

গান করির আমরা মনের খুসিতে
হারমনি বাজার মোরালো বায়া তবলা ঐ সাথে
নহ বৎবাজনা এনে বসাইব রাস্তাতে
টিকরা আর জগঝমচালো বাজবে সারা রাত্রিতে
আলো দিব চারি ধারে বিজলি কতি মধ্যে তে
হরেক রমক ফুল তুলিয়ে লো দিব ভাদুর গলাতে
স্নো পাউডার মাখাইব, ধরবে বরের মনেতে

(৪)

নারি ও চোর

সাধের খোকন আমার
সুখে নিদ্রা যাওনা রে বাপ একটী বার
তব পিতা বাড়িতে নাইরে ফিরিতে রাত হবে তার
এলে তোমায় জাগাইয়ে কোলে তুলে দেব তার
ঘুম পাড়ানি মাসি পিসিগো চোখে ঘুম দাও খোকার
সাধের খোকন ঘুম হল গানটি শুনিয়ে মাতার
মাতা তখন ধীরে ধীরে গো বিছানাতে শুল তার
ঘুমে অচেতন হইল রাত হইল দশটা পার

(৫)

এল চোর বারটা

চারিদিকে ঘিরে ফেলল গৃহটা
ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে গো প্রবেশ করে হু চারটা
কেহ থাকে দ্বার দেশেতে কেহ দেখে রাস্তাটা
হেন কালে সর্দার তখন গো নিয়ে এল তাবলা
এক কোপেতে দিল কেটে ঘুমন্ত সেই শিশুটা
(বলে) ও র মাগি শীঘ্র উঠে গো দিয়েছে ঐ চাবিটা
যত অর্থ আছে তোদের নিয়ে যাব বাক্সটা

(৬)

চাবি না পাওয়াতে

বারটী চোর এসে ছিল সাক্ষোতে
হাতে পায়ে ধরল কেহ লো কেহ ধরে বক্ষেতে
জোর করিবে সর্দ্দার তখন চাবি নিল হস্তেতে
সকল চোর গিয়ে তখন লো তালাটীকে খুলিতে
ঘরে মধ্যে গেল সবাই কাঁদে নারি দুঃক্ষতে
কাটা ছেলে কোলে নিয়েলো বসে আছে সয্যাতে
কোন উপায় না পাইয়ে সিকল দিল দ্বারেতে

(৭)

নারির সাহস ভারি

চোরগুলি সব দিল লো বন্দি করি
বিপদ কালে কোমর বেঁধেলে সাহসেতে ভর করি
ঘরে আগুন দিল তখন দেশলাই টি বার করি
ছট ফট করছে চোরগুলি সবলো বাহির হতে না পারি
গ্রামের লোকসব এল ছুটে আগুনের আলো ধরি
আগুন নিভাবার তরেলো আনেকল সিজল ভরি
পথ আগুলি দাঁড়ায় তখন পাগল পারা সেই নারি

(৮)

ভস্তুনাও গ্রাম বাসি

ঘরের ভিতর আছে কিছু বিদেশী
অনাথিনী করল আমায় গো বিছানায় দেখ আসি
দুখানা করেছে ধনে, তাই কাঁদি দিবা নিশি
ঘরে আগুন দিলাম আমি গো পুড়াইতে বিদেশি
বহু দুঃখ দিয়ে আমায় প্রবেশে ঘরে আসি
কেমন পুড়ে মরছে ওরা গো দেখ সকল গ্রামবাসি
সন্তান হত্যা করে তারা কেড়ে নিল মোর হাসি

(৯)

সামলে চল এবারে

চাষিরা সব লেভি দিবে কি করে
(যখন) লেভির তরে অফিসার সব লো আসিবে দ্বারে দ্বারে
তখন কোথায় পাবে লেভি আনবে কি সব ধার করে
জমির মালিক ভাবছে বসে গো ফাঁকি দিবে কি করে
রাতা রাতি ধান বিকে সব রাখছি টাকা করে

(১০)

আনাবৃষ্টী

ও সই বিরশিতে
বৃষ্টি নাহি হইল যে বর্ষাতে
আষাঢ় শ্রাবন বয়ে গেল লো জল নাই গো ধান ক্ষেতে
ধানের চাষটী কমে গেলে প্রাণ বাঁচিবে কি মতে

(ছয়)

ধানের চারা যাচ্ছে মরে লো মন মানে না মাঠ যেতে
কেমনেতে কাটিবে কাল, সদাই ভাবি মনেতে
অর্দ্ধা হারে অনা হারে লো হইবে কাল কাটিতে
জীবন রাখা দায় হইবে এই অনা বৃষ্টিতে

(১১)

আন্দার থোলের পাশে—

মহাকালি আবির্ভূতা এই দেশে
দশ পদ দশশির লো দশ হস্ত প্রবসশে
পদতলে আছে যে কাল দেখ রাত্রি দিবশে
পুড়া মৌলি গ্রামের নামচালো খাতড়া রোডের যে পাশে
সরোজ শীটে দিল দেখা পূজা পাইবার আশে
দেশ বিদেশ হতে সবে গো আসিছে দর্শন আশে
বালক বৃদ্ধ যুবা সেথায় আসিছে মুক্তির আশে

(১২)

ও সই লোটারিতে
লক্ষপতি হচ্ছে সবে এক রাতে
গাড়ি বাড়ি পাচ্ছে কে হলো এক টাকার দৌলতে
টিকিট কেটে ঘুমাও সবে তলা নিয়ে কাপেতে
লোটারিতে উঠলে টাকা লো নাম্বার হবে মিলাতে
যে নাম্বারে উঠলে টাকা হবে তোমায় পস্তাতে
যেনে শুনে নিচ্ছে টিকিট লো পারে না লো সামলাতে
টাকা নাহি পেলে পরে ঘুমায় না সে রাত্রিতে

(১৩)

চল সিনেমাতে

কিবা যাদু আছে নারি বুঝিতে
বেলা চারটা বাজলে পরেলো মন বসেনা গৃহেতে
সাথি খুঁজে বেড়াই আমি সিনেমাতে যাইতে
সয়ংসিদ্ধা বই এসেছে যে লো কত লোক যায় রাস্তাতে
ঠেলা ঠেলি হবে বসে তাই যেতেছি রিক্সাতে
মন মাতান গান আছে সবলো গেলেই পারবি বুঝিতে
নানা রকম কলা কৌশল পারা যাবে শিখিতে
আগের থেকে যাবি সেথানে তবে পারবি টিকিট মিলাতে
টিকিট যদি না পাস হই পসতাবি শেষ কালেতে

(১৪)

মনের মানুষ বিনে

ভাদু পূজা জুমেনা কোন দিনে
কত আমি খুঁজি তারে লো পাচ্ছিনা কোন খানে
যা ছিল মোর টাকা কড়ি রেখেছে সে কোন খানে
কত আশ করে আসিলো রেখেছি মনে মনে
ভাদু পূজায় আনব ডেকে সকলে জনে জনে
কেমনেতে করব পূজালো মিষ্টি আনবে কেকিনে
জটাল ঠাকুর করে মিষ্টি, আনব কিনে ঐ খানে

(আট)

(১৫)

কোথায় পাবি তারে

দেখে এলাম আছে সে লাইন ধারে
লটারিতে টিকিট কিনলো বসেছে মাথা ধরে
নাম্বারে মিল হয় না তাহার, বল এখন কি করে
ট্রেনে মাথা দিবে বুঝিলো, ধরে নিয়ে আয় তারে
তা না হলে আর পাবিনা কাঁদবি লো জীবন ভরে
পোকা মারা বিষ উঠেছেলো দিবেলো মুখে ভরে
কাঁদতে হবে সারা জীবন হারাবি চির তরে

(১৬)

ভূমি হচ্ছে বিলি

ভেষ্টে ভেতে পেয়ে ছিল যে গুলি
গরিব চাষি পেয়ে জমিলো দিচ্ছেলো কর তালি
(তাদের) আনন্দেরই নাই অবধি, করছে সব টলা টলি
ডিগ বাজি দিচ্ছে কেহলো বদনেতে মদ ঢালি
গরব করে চলছে অরা উল্টা পাল্টা পা ফেলি
দাড়া ড্রম বাজনা বাজায় দো কানেতে লাগায় তালি
এক ডাকেতে দেয়না সাড়া দুকথায় গালা গালি

(নয়)

(১৭)

এবার পাই শুনিতে

জরিপ মাপ এসেছে এ দেশেতে

এমন ভাবে মাপ হতেছে লো ঝগড়া ঝাটি নাই তাতে

ভ্রাতা ভগ্নি মাতা পিতা নাম বসিছে পরচাতে

সমান সমান ভাগ বসিছে লো বলার কিছু নাই তাতে

কানা ঘোড়ার ভাগটি সমান লিখে দিচ্ছে তাহাতে

নক্সা ধরে মাপ হতেছে লো ভুল ভ্রান্তি নাই তাতে

কারো হাঁসি কারো কান্না যার যে আছে বরাতে

আপনাদের প্রিয় ছাপাখানা -

ভৈরব-প্রেস, বাঁকুড়া

নব গৌরাঙ্গ প্রেস বাঁকুড়া